

সেবা সহজিকরণ: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি তদারকিকরণ।

ধারণার উদ্ভাবক ও বাস্তবায়নকারী: সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা।

০১) ভূমিকা/ তদারকির আবশ্যিকতা:

জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে দেশের হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং Sustainable Development Goals (এসডিজি) এর টার্গেট-১ ‘নো পোভারটি’ ও টার্গেট-২ ‘জিরো হাঙ্গার’ অর্জনের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর/২০১৬ সাল হতে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক দেশের ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে শুল্ভেচ্ছা মূল্যে (প্রতি কেজি ১০/-) বছরে ০৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে, যা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নামে পরিচিত। এ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে সরকার প্রতি কেজি চালে ৩০.৬০ টাকা ভর্তুকি প্রদান করছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ০১ বছরে সরকারের প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ ২২৯৫.০০ কোটি টাকা। হতদরিদ্র উপকারভোগী কর্তৃক সঠিকভাবে (সঠিক ওজন ও নির্ধারিত মূল্যে) খাদ্যশস্য প্রাপ্তির উপর সরকারের এ মহতী উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করে। এজন্য উপকারভোগী পরিবারের সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে তদারকি করা অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

০২) বর্তমান তদারকি পদ্ধতি:

- ক) খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে বিতরণের বিষয়টি তদারকি করার জন্য খাদ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী গড়ে ০৫-০৬ টি বিক্রয়কেন্দ্রে তদারকির দায়িত্ব পালন করেন।
- খ) উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত ০১ জন ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের বিধান রয়েছে।
- গ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মাসে কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্র এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মাসে কমপক্ষে ০২টি উপজেলার বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে।
- ঘ) খাদ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যে কোন কর্মকর্তা ডিলারের বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারেন।
- ঙ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে।

০৩) বর্তমান তদারকি পদ্ধতিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ:

- ক) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তদারকির জন্য আলাদা জনবল নেই। খাদ্য বিভাগের অফিসিয়াল স্ট্যাপরা তদারকির এবং স্থানীয় উপজেলার অন্য সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ট্যাগ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। নিজস্ব দাপ্তরিক ব্যস্ততার দরুন সার্বক্ষণিক ডিলারের দোকানে উপস্থিত থেকে বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।
- খ) তদারকি কর্মকর্তা/ট্যাগ অফিসারের অনুপস্থিতির সময় কোন উপকারভোগী খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধার (সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য, চালের মান প্রভৃতি) সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা/প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ পান না।
- গ) সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হলে কার নিকট প্রতিকার পাওয়া যাবে বা অভিযোগ দাখিল করা যাবে এ সম্পর্কে অধিকাংশ উপকারভোগীর ধারণা নেই।
- ঘ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ডিলার হিসেবে নিয়োজিত থাকায় হয়রানির ভয়ে দরিদ্র উপকারভোগী ডিলারের সামনে তদারকি কর্মকর্তা/ট্যাগ অফিসারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন না বা সশরীরে অফিসে এসে অভিযোগ দাখিল করতে চান না।
- ঙ) অফিস কক্ষে বসে উপকারভোগীদের সুষ্ঠুভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি যাচাই করার সুযোগ নেই।

চ) সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিসে আসতে হয়, ফলে অনেক উপকারভোগী সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হলেও অভিযোগ দাখিল/প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে অনাগ্রহ বোধ করেন।

ছ) গ্রামীণ দরিদ্র উপকারভোগীর মধ্যে (পুরুষ/মহিলা) উপজেলা পরিষদে গিয়ে কর্মকর্তার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অস্বস্তি বা ভীতি কাজ করে।

০৪) সমস্যার চিত্র (০১ টি উপজেলাকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হলো):

ভোলা সদর একটি বড় উপজেলা। উপজেলাটির আয়তন ৪১৩ বর্গ কিলোমিটার এবং ইউনিয়নের সংখ্যা ১৩টি। উপজেলা হেড কোয়ার্টার হতে অধিকাংশ ইউনিয়নের দূরত্ব ১৫ কি.মি এর বেশি। এ উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ১৭,৪১০টি এবং খাদ্যশস্য বিতরণের জন্য ৩৪ জন দোকান ডিলার আছে। কর্মসূচির তদারকির জন্য আলাদা জনবল না থাকায় দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা বা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার সার্বক্ষণিক বিক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারেন না।

তদারকি কর্মকর্তা/ট্যাগ অফিসারের অনুপস্থিত কালীন সময়ে দরিদ্র উপকারভোগী খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার (সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য, চালের মান প্রভৃতি) সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সুযোগ পান না। ফলে উপকারভোগী সমস্যার প্রতিকার প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। এছাড়া, বেশির ভাগ ইউনিয়ন হতে উপজেলা হেড কোয়ার্টারের দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকারভোগী কর্তৃক অফিসে এসে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল করা/ প্রতিকার চাওয়া হয় না।

০৫) সমস্যার ভুক্তভোগী ও ব্যাপ্তি:

ভুক্তভোগী: উপকারভোগী হতদরিদ্র পরিবার ও সরকার।

ব্যাপ্তি: ভোলা জেলার ০৭টি উপজেলা। দেশের অন্য সকল উপজেলাতেও অনুরূপ সমস্যা বিদ্যমান।

০৬) বিদ্যমান সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান:

ডিলারের দোকানের সামনে টাঞ্জানো খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সাইনবোর্ড/ব্যানারের পাশে সংশ্লিষ্ট উখানি ও জেখানি'র দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন বুলিয়ে রাখা এবং অফিসে সংরক্ষিত ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীর ডাটাবেজ হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১-২% উপকারভোগীর মোবাইল নম্বরে ফোন করে সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা।

০৭) প্রস্তাবিত সমাধান প্রক্রিয়া (Flow Chart/খাপসমূহ):

ক) প্রত্যেক ডিলারের দোকানের সামনে টাঞ্জানো খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সাইনবোর্ড/ব্যানারের পাশে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট উখানি ও জেখানি'র দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন বুলিয়ে রাখা।

খ) ডিলারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল উপকারভোগী/তার পরিবারের সদস্যের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা এবং অফিসে সংরক্ষিত ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীর ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীর ডাটাবেজ হতে দৈবচয়নভিত্তিতে ১-২% উপকারভোগী নির্বাচন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শক তাদের মোবাইল নম্বরে ফোন করে খাদ্যশস্য সঠিকভাবে প্রাপ্ত হয়েছে কিনা এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কিনা জানবেন এবং তা লিখে রাখবেন।

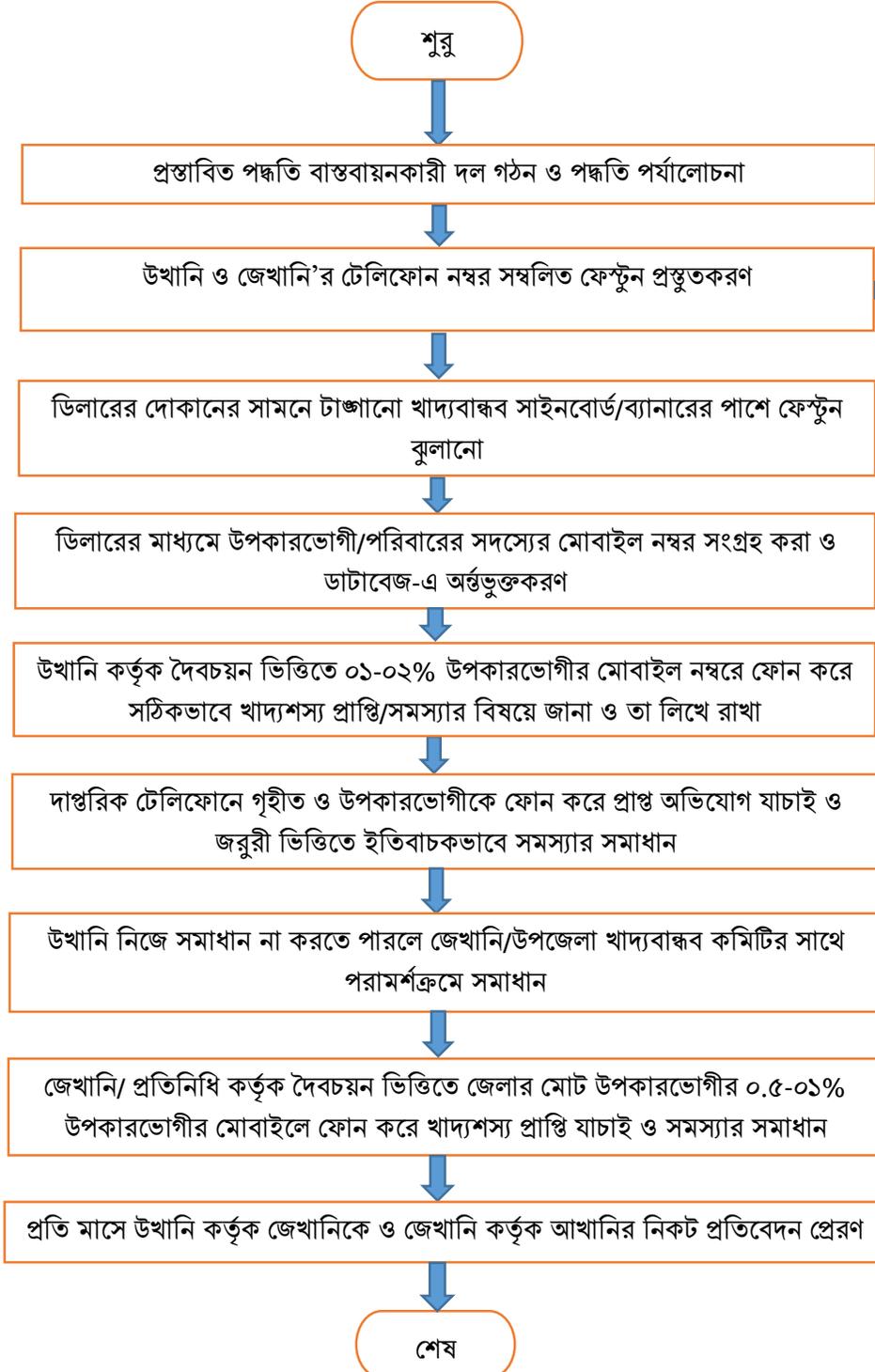
ঘ) উপকারভোগী কর্তৃক দাপ্তরিক টেলিফোনে দাখিলকৃত অভিযোগ ও অফিস হতে উপকারভোগীকে ফোন করে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজে/প্রতিনিধির মাধ্যমে যাচাই করবেন এবং ইতিবাচকভাবে (Corrective Actions) অভিযোগের প্রতিকার করবেন।

ঙ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজে অভিযোগের প্রতিকার করতে না পারলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন।

চ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/তার প্রতিনিধি জেলার মোট উপকারভোগীদের ০.৫-০১% উপকারভোগীর মোবাইল নম্বরে ফোন করে গ এবং ঘ অনুচ্ছেদের অনুরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

ছ) মাস শেষে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উক্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

০৮) প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ: প্রসেস ম্যাপ



ফেস্টুনের নমুনা

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল (১০ টাকা কেজি) সঠিকভাবে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা সদর:
০৪৯১-৬১৫৯৮

উল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট সমাধান না পাওয়া গেলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের নম্বর:

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা-
০৪৯১-৬১৪৪৯

যোগাযোগের সময়: সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা (শুক্র ও শনিবার ব্যতীত সকল কর্মদিবস)

অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং ইতিবাচকভাবে সমস্যার সমাধান করা হবে

ধন্যবাদান্তে
খাদ্য বিভাগ, ভোলা।

০৯) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা:

| ক্ষেত্র | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|------------------|--|--|
| সময় (Time) | সেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল/প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য উপকারভোগীর উপজেলা/জেলা অফিসে যাতায়াতে ২-৩ ঘন্টা সময় লাগে। | সেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল/প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য উপজেলা/জেলা অফিসের কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে ৩-৪ মিনিট সময় লাগবে। |
| খরচ (Cost) | উপজেলা/জেলা অফিসে যাতায়াতের জন্য ১০০-২০০ টাকা খরচ হয়। | উপজেলা/জেলা অফিসে মোবাইলে যোগাযোগের জন্য ৫-৬ টাকা খরচ হবে। |
| ভিজিট (Visit) | সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য উপজেলা/জেলা অফিসে ১-২ বার যাতায়াত করতে হয়। | অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না অর্থাৎ অফিস ভিজিটের সংখ্যা শূন্য (০)। |

অন্যান্য সুবিধা:

ক) উপকারভোগীগণ খুব সহজে সেবা প্রাপ্তির সমস্যা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারবেন এবং প্রতিকার প্রাপ্তির পথ সুগম হবে।

খ) ডিলার কর্তৃক উপকারভোগীদের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

গ) উপকারভোগীদের সুষ্ঠুভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ফলে কর্মসূচির উদ্দেশ্য সফল হবে।

১০) প্রস্তাবিত পদ্ধতির পাইলটিং কার্যক্রম:

পাইলটিং এলাকা: ভোলা সদর উপজেলা (১৩টি ইউনিয়নের ১৭,৪১০টি উপকারভোগী পরিবার ও ৩৪ জন ডিলার)।

পাইলটিং সময়: ০৩ মাস (মার্চ/২০১৮- মে/২০১৮)

১১) প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়নকারী দল (টিম):

| | দলনেতা | দল সমন্বয়কারী | সদস্য-১ | সদস্য-২ | সদস্য-৩ |
|----------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| নাম | সুবীর নাথ চৌধুরী | মোঃ তৈয়বুর রহমান | মোঃ ফারুক হোসাইন | জগলুল রাহাত খান | মোঃ ইউছুফ |
| পদবী | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা। | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলা সদর। | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভোলা সদর এলএসডি, ভোলা। | উপ-খাদ্য পরিদর্শক, ভোলা সদর এলএসডি, ভোলা। | ডাটা এন্ট্রি এন্ড কন্ট্রোল অপারেটর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ভোলা। |
| মোবাইল নম্বর, ই-মেইল | ০১৭২৩-৭৭৯১৪৮ subir31st@gmail.com | ০১৭২৮৮১৩৩৩০ UCFoodbhola sadar@gmail.com | ০১৭১৬২১৮২৩০ faruck.hafiz@gmail.com | ০১৭১৬৮২৭৩৮১ | ০১৭১৮১৪৭২৩৪ eusufsumon84@gmail.com |

১২) প্রস্তাবিত পদ্ধতির পাইলটিং সময়সূচি (গ্যান্ট চার্ট):

| করণীয় | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | সময়সীমা: মার্চ/২০১৮- মে/২০১৮ | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|
| | | মার্চ (সপ্তাহ) | | | | এপ্রিল (সপ্তাহ) | | | | মে (সপ্তাহ) | | | |
| | | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ |
| ১. কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ও অনুমতি গ্রহণ | দলনেতা | → | | | | | | | | | | | |
| ২. প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাস্তবায়নকারী দল গঠন ও পদ্ধতি পর্যালোচনা | দলনেতা+ দল | → | | | | | | | | | | | |
| ৩. উখানি ও জেখানির টেলিফোন নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন প্রস্তুতকরণ | দলনেতা+ দল | → | | | | | | | | | | | |
| ৪. ডিলারের দোকানের সামনে টাঙ্গানো খাদ্যবান্ধব সাইনবোর্ড/ব্যানারের পাশে ফেস্টুন ঝুলানো | দল | | | → | | | | | | | | | |
| ৫. ডিলারের মাধ্যমে উপকারভোগীর/পরিবারের সদস্যের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ ও ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্তকরণ | দল | → | | | | | | | | | | | |
| ৬. দাপ্তরিক টেলিফোনে উপকারভোগীদের কল রিসিভ করা ও সমস্যার সমাধান প্রদান | দলনেতা+ দল | | | → | | | | | | | | | |
| ৭. ডাটাবেজ হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ০.৫-০২% উপকারভোগীর মোবাইলে ফোন করে সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি যাচাই ও প্রাপ্ত সমস্যার সমাধান | দলনেতা+ দল | | | → | | | | | | | | | |
| ৮. উখানি কর্তৃক জেখানিকে ও জেখানি কর্তৃক আখানির নিকট প্রতিবেদন দাখিল | দলনেতা+ দল সমন্বয়কারী | | | | | | | | | | | → | |

১৩) প্রস্তাবিত পদ্ধতি পাইলটিং/বাস্তবায়নে রিসোর্স ম্যাপ:

| প্রয়োজনীয় সম্পদের খাত | বিবরণ | প্রয়োজনীয় অর্থ (টাকা) |
|--|--|-------------------------|
| জনবল | বিদ্যমান জনবল | - |
| ফেস্টুন তৈরি ও ডিলারের দোকানে পৌঁছে দেওয়া | ফেস্টুনের মূল্য (৩৪×৩০০)= ১০,২০০/- দোকানে পৌঁছে দেওয়ার খরচ (৩৪×১০০)= ৩,৪০০/- | ১৩,৬০০/- |
| উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ, ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্তকরণ, প্রিন্ট ও ফটোকপি করা | মোবাইল নম্বর সংগ্রহ- ডিলারের মাধ্যমে ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্তকরণ- বিদ্যমান জনবল দ্বারা তালিকা প্রিন্ট ও ফটোকপিকরণ (০৩ সেট)- ৪,৪০০/- | ৪,৪০০/- |
| টেলিফোন বিল | বিদ্যমান টেলিফোন বিল খাত | - |
| মোট প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ | | ১৮,০০০/- |

১৪) বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগ:

প্রস্তাবিত পদ্ধতি ভোলা সদর উপজেলার মতো দেশের অন্য সকল উপজেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় এ কর্মসূচির মোট ৫০ লাখ উপকারভোগী রয়েছে। ভোলা সদর উপজেলার ন্যায় অবশিষ্ট ৪৮৪টি উপজেলাতেও কর্মসূচি তদারকির জন্য আলাদা জনবল না থাকায় দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা-কর্মচারী বা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত ট্যাগ অফিসারের পক্ষে সার্বক্ষণিক বিক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভবপর হয় না।

প্রস্তাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে অফিস কক্ষে বসে অতি সহজে উপকারভোগীদের সুষ্ঠুভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি তদারকি করা যাবে এবং গ্রামীণ দরিদ্র উপকারভোগীগণ সহজে ও কম খরচে সেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত সমস্যার প্রতিকার পাবেন। ফলে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দেশ ও জনগণের কাছে খাদ্য বিভাগের সুনাম ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

১৫) প্রস্তাবিত সেবা সহজিকরণ পদ্ধতি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ:

ক) উপকারভোগীদের মোবাইলে কল করে সেবা প্রাপ্তির সমস্যা জানার বিষয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/খাদ্য পরিদর্শকের মধ্যে অনাগ্রহ কাজ করতে পারে।

খ) ডিলার কর্তৃক ফেস্টুন খুলে রাখা হতে পারে। ফেস্টুন বুলিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নির্দেশনা অমান্য করলে ডিলারশীপ বাতিল বা জরিমানার বিধান রাখতে হবে।

উল্লেখ্য:

বদলীজনিত কারণে বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্য উখানি ও জেখানি'র ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ফেস্টুনে দেওয়া হয় নি।

(সুবীর নাথ চৌধুরী)

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

ভোলা।

ফোন: ০৪৯১-৬১৪৪৯